



45781 - তারাবীর নামায মসজদিতে গিয়ে জামাতের সাথে আদায় করা ঘরে আদায় করার চয়ে উত্তম

প্রশ্ন

তারাবীর নামায জামাতের সাথে মসজদিতে আদায় করা উত্তম; নাকি ঘরে আদায় করা?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

তারাবীর নামায মসজদিতে জামাতের সাথে আদায় করা ঘরে আদায় করার চয়ে উত্তম।

সুন্নাহ থেকে ও সাহাবায়েরোমরে আমল থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়:

১। আয়শো (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক রাত মসজদিতে নামায আদায় করলেন। তাঁর পছন্দে লোকরোও নামায আদায় করল। পরবর্তী রাতও নামায পড়লেন এবং লোকসংখ্যা বড়ে গলে। এরপর তৃতীয় রাত বা চতুর্থ রাতও মানুষ জমায়তে হল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের কাছ বেরে হলেন না। যখন ভোর হল তিনি বললেন: "তোমরা যা করছে (অর্থাৎ জমায়তে হওয়াটা) তা দেখেছি। তবে তোমাদের দিকে বেরে হতে আমাকে অন্য কিছু বাধা দেননি; শুধু আমি ভয় করছি যে, এ নামায তোমাদের উপর ফরয করে দেয়া হয় কনি? এটি ছিল রমযান মাসে।"

এ হাদিসটি প্রমাণ করে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহর মাধ্যমে তারাবীর নামায জামাতের সাথে পড়া শরয়িতসম্মত। তবে তিনি জামাতের সাথে তারাবী পড়া বাদ দিয়েছেন এ ভয়ে না জানি সটো উম্মতের উপর ফরয করে দেওয়া হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মারা গলেন তখন এ আশংকা দূর হয়ে গলে যাহেতু শরয়িত স্থতিশীল হয়ে গেছে।

২। আবু যার থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: "যে ব্যক্তি ইমামের সাথে কয়াম (অর্থাৎ তারাবীর নামায) আদায় করবে যতক্ষণ না ইমাম নামায শেষ করেন; তার জন্য সম্পূর্ণ রাত কয়াম করার সওয়াব লখো হবে।"[সুনানে তরিমযি (৮০৬), আলবানী 'সহীহু তরিমযি' গ্রন্থে হাদিসটিকে সহীহ বলছেন]

৩। আব্দুর রহমান বনি আব্দুল ক্বারী থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: "রমযান মাসের কোন এক রাত আমি উমর বনি খাত্তাব (রাঃ) এর সাথে মসজদিতে গেলো। গিয়ে দেখতে পেলো মানুষ বিভিন্ন দলে বিভক্ত। কউে নজিে নজিে নামায পড়ছে। কারো



ইমামততি কছি লকো নামায পড়ছে। তখন উমর (রাঃ) বললনে: আমমিনে করি এদরে সকলকে যদি একজন ক্বারীর পছনে একত্রতি করি তাহলে সটো উত্তম হবে। এরপর তিনি সিদ্ধান্ত নলিনে এবং উবাই বনি কাব (রাঃ) এর অধীনে তাদরেকে একত্রতি করলনে।"[সহহি বুখারী (২০১০)]

হাফযে ইবনে হাজার বলনে:

"ইবনুত ত্বীন ও অন্যান্য আলমে বলছেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ রাতগুলোতে যাদরেকে তার সাথে নামায পড়ার অনুমোদন করছিলেন সেখান থেকে উমর (রাঃ) এটি উদ্ভাবন করছেন। যদিও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদরে জন্ম সটো অপছন্দ করছেন। কিন্তু তিনি অপছন্দ করার কারণ ছিল তাদরে ওপর ফরয করে দেয়ার আশংকা। যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মারা গলেনে তখন এ আশংকা কটে গেলে এবং উমর (রাঃ) এর নকিট এভাবে নামায পড়াটা অগ্রগণ্য প্রতীয়মান হল; যহেতে বচ্ছিন্নভাবে নামায পড়াটা অনকৈয। এবং যহেতে এক ইমামরে পছনে সম্মিলিতভাবে নামায পড়া অনকে মুসল্লির জন্ম কর্মচাঞ্চল্যকর। উমর (রাঃ) এর অভিমতরে প্রতি জমহুর আলমে ঝুকছেন।"[ফাতহুল বারী থেকে সমাপ্ত]

ইমাম নববী 'আল-মাজমু' গ্রন্থে (৩/৫২৬) বলনে:

আলমেদরে ইজমার ভিত্তিতে তারাবীর নামায সুন্নত...। তারাবী নামায একাকী ও জামাতরে সাথে আদায় করা জায়যে আছে। কিন্তু কোনটি উত্তম? এ ব্যাপারে প্রসিদ্ধ দুইটি অভিমত রয়েছে। মাযহাবরে আলমেদরে ঐক্যমতযরে ভিত্তিতে সঠিক অভিমত হল: জামাতরে সাথে আদায় করা উত্তম। দ্বিতীয় অভিমত হল: একাকী আদায় করা উত্তম।

আমাদরে মাযহাবরে আলমেগণ বলনে: মতভদে রয়েছে ঐ ব্যক্তরি ব্যাপারে যার কুরআন মুখস্থ আছে, একাকী নামায পড়লেও সে অলসতার আশংকা করে না এবং সে হাজরি না হলেও মসজিদে তারাবীর জামাত প্রতিষ্ঠিত হতে অসুবিধা হবে না। যদি উল্লেখিত বিষয়গুলোর কোন একটি পাওয়া না যায় সেক্ষেত্রে কোন মতভদে ছাড়া জামাতরে সাথে তারাবী পড়া উত্তম।

আল-শামলে গ্রন্থকার বলনে: আবুল আব্বাস ও আবু ইসহাক বলনে: সাহাবায়ে কেরামরে ইজমা ও আলমেদরে ইজমার ভিত্তিতে জামাতরে সাথে তারাবীর নামায পড়া একাকী পড়ার চেয়ে উত্তম।[সমাপ্ত]

তিরমযি বলনে:

"ইবনুল মুবারক, আহমাদ, ইসহাক প্রমুখরে মনোনীত অভিমত হচ্ছে রমযান মাসে ইমামরে সাথে (তারাবী) নামায পড়া।"

তুহফাতুল আহওয়াযি গ্রন্থে বলনে:

কয়ামুল লাইল অধ্যায়ে এসছে: আহমাদ বনি হাম্বলককে বলা হল: রমযান মাসে কোন ব্যক্তরি সবার সাথে নামায পড়াটা আপনি



পছন্দ করনে; নাকি একাকী নামায পড়াটা পছন্দ করনে?

তিনি বলেন: সবার সাথে নামায পড়া। তিনি আরও বলেন: আমার পছন্দ হল ইমামের সাথে (তারাযী) নামায পড়া ও বতিরি (নামায) পড়া। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "কটে যদি ইমামের সাথে কয়াম পালন করে যতক্ষণ না ইমাম শেষে করনে তার জন্য অবশিষ্ট রাত কয়াম পালন লখি দেওয়া হবে।" আহমাদ (রহঃ) বলেন: সবার সাথে কয়াম পালন করে শেষে তাদের সাথে বতিরি পড়বে। ইমাম নামায শেষে করার আগে নামায ছেড়ে চলে যাবে না।

আবু দাউদ বলেন: আমি রমযান মাসে তার সাথে (অর্থাৎ ইমাম আহমাদের সাথে) ছলাম। তিনি ইমামের সাথে বতিরি পড়তেন। শুধু একরাত আমি হায়রি হইনি।

ইসহাক (রহঃ) বলেন: আমি আহমাদকে বললাম: রমযান মাসেরে কয়ামুল লাইল এর ক্ষেত্রে জামাতের সাথে নামায পড়া আপনার কাছে প্রয়ি; নাকি একাকী নামায পড়া? তিনি বললেন: আমার কাছে জামাতের সাথে নামায পড়ে সুন্নতকে পুনর্জীবতি রাখা পছন্দনীয়। তিনি যে মত দিয়েছেন ইসহাকও অনুরূপ অভিমত দনে।[সমাপ্ত][দেখুন: আল-মুগনী (১/৪৫৭)]

শাইখ উছাইমীন "মাজালসি শাহরারি রামাযান" এ (পৃষ্ঠ-২২) বলেন:

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই প্রথম ব্যক্তি যিনি মসজিদে জামাতের সাথে তারাযীর নামায পড়ার সুন্নত চালু করনে। এরপর তিনি উম্মতের উপর ফরয হওয়ার ভয়ে ছেড়ে দনে...। এরপর তিনি পূর্ববোক্ত হাদিসদ্বয় উল্লেখ করনে। এরপর তিনি বলেন: কোন ব্যক্তির তারাযীর নামায বাদ দেওয়া উচিত নয়; যাত করে সওয়াবের অধিকারী হন। ইমাম তারাযীর নামায ও বতিরি নামায শেষে করার আগে চলে যাবনে না; যাত করে গোটো রাত নামায পড়ার সওয়াব পতে পারনে।[সংক্ষপেতি]

শাইখ আলবানী "কয়ামু রামাযান" গ্রন্থে বলেন:

রমযান মাসে কয়ামুল লাইল জামাতের সাথে আদায় করা শরয়িতসম্মত। বরং একাকী আদায় করার চয়ে উত্তম। যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই নজিহে সটো করছেন এবং এর ফজলিত নজি ভাষাতে বর্ণনা করছেন।

তবে মাসেরে অবশিষ্ট দিনগুলোতে তিনি সাহাবীদেরকে নিয়ে কয়াম পালন করনের এই ভয়ে যে, না জানি তাদের উপর ফরয করে দেওয়া হয়। ফরয করা হলে তারা এ নামায আদায়েরে অক্ষম হয়ে পড়ত; যমেনটি 'সহি বুখারী ও সহি মুসলিমি' এবং অন্যান্য হাদিস গ্রন্থে আয়শো (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদসি এসছে। আল্লাহ তাআলা শরয়িতকে পরপূর্ণ করে দেয়ার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে মৃত্যুর পর এ ভয়টিকেটে যায়। ভয় কটে যাওয়ার মাধ্যমে কারণে ফলাফলটি দূর হয়ে যায়; সটে হছে রমযান মাসে কয়ামুল লাইল জামাতে আদায় না করা এবং পূর্বেরে হুকুমটি অটুট হয়ে যায়; সটে হছে জামাতের সাথে নামায আদায়েরে শরয়ি স্বীকৃতি। তাই উমর (রাঃ) এ আমলটিকে জীবতি করছেন; যমেনটি সহি বুখারী ও অন্যান্য গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছ।[আল-মাওসুআ আল-ফকিহিয়া (২৭/১৩৮)]



উমর (রাঃ) এর যামানা থেকে সুপথ গ্রহণকারী খলফীগণ ও মুসলিম জনসাধারণ জামাতরে সাথে তারাবীর নামায আদায় করে আসছে। উমর (রাঃ) সেই ব্যক্তি যিনি তারাবীর নামাযের জন্য মানুষকে এক ইমামরে পছন্দে একত্রিত করছেন...।

আবু ইউসুফ থেকে আসাদ বনি আমর বর্ণনা করেন তিনি বলেন: আমি আবু হানফি (রহঃ) কে তারাবীর নামায সম্পর্কে এবং উমর (রাঃ) যা করছেন সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসে করলে তিনি বলেন: তারাবীর নামায সুন্নতে মুয়াক্কাদা। উমর (রাঃ) নজি থেকে ধারণা করে কিছু করেননি। এক্ষেত্রে তিনি নিতুন কিছু প্রবর্তনকারী নন। তিনি তাঁর কাছে যে দলিল ছিল ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যে আমল ছিল সেটা ছাড়া এ নরিদশে দেননি। উমর (রাঃ) এ সুন্নত চালু করছেন এবং মুসলমানদেরকে উবাই বনি কাব (রাঃ) পছন্দে একত্রিত করছেন। আনসার ও মুহাজরিদের ভরা উপস্থিতিতে উবাই (রাঃ) জামাতরে সাথে এ নামায আদায় করছেন অথচ তাদের একজনও তার বিরোধিতা করেনি। বরং তারা সকলে তাকে সহযোগিতা করছেন, সম্মতি দিয়েছেন এবং এটি পালনের নরিদশে দিয়েছেন।[সমাপ্ত]

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।